জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ সমীক্ষণ ৪২:২০২৩ (পৃ. ৪৭-৬২)
Jahangirnagar Bishwavidyalay Bhugol O Paribesh Samikkhan 42:2023 (pp 47-62) *ISSN 1027-8567*

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে [অষ্টম খন্ড] উল্লেখি সাক্ষাৎকারের একটি ভৌগোলিক বিবরণ

ড. বিবি হাফছা[১], মাহিব রেজা[২]

১. সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২।

সারসংক্ষেপ: ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের পরাধীনতার শিকল ভেঙে নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের দোসরদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত হয় যুদ্ধাপরাধ । স্বাধীনতার পঞ্চাশ দশক পেরিয়ে গেলেও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবান তথ্য বিশ্লেষণ ও গবেষণা অপ্রতুল। তাই এই গবেষণায় বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ সমূহের ভৌগোলিক বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে। এই গবেষণায় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ অষ্টম খন্ডে' উল্লেখিত সাক্ষাতকার, দলিলপত্রের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত যুদ্ধাপরাধসমূহের তালিকা প্রণয়ণ, যুদ্ধাপরাধের স্থানসমূহ চিহ্নিত করে মানচিত্রায়ন, যুদ্ধাপরাধসমূহের পারস্পরিক পরিসংখ্যানিক সম্পর্ক নিরূপনের মাধ্যমে একটি বিন্যাস আহরণের প্রয়াস করা হয়েছে। একটি ঐতিহাসিক গবেষণা হিসেবে এই গবেষণাটিতে প্রকাশিত বর্ণনামূলক সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ করা হয়েছ, প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে মানচিত্রায়ন এবং পরিসংখ্যানিক সম্পর্ক নিরূপন করা হয়েছে। গবেষণাটি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নতুন আঙ্গিকের সূচনামাত্র।

মূলশব্দঃ মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধাপরাধ, পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ, মানচিত্রায়ন।

১. ভূমিকা

সুদীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের পর ব্রিটিশ শাসনের করায়ত্ত থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হয় (হোসেন, ২০২২)। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে বিধিসিদ্ধতা দিয়ে পূর্বাংশের মুসলিম অধ্যুষিত **খন্ডিত** বঙ্গ এলাকা এবং পশ্চিমাংশের লাহোর, করাচি, সিন্ধ, বেলুচিস্তান **এবং** খন্ডিত পাঞ্জাবকে যুক্ত করে 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র গঠিত হয়। এই দুই ভূখন্ডের মাঝে প্রায় ১২০০ মাইলের ভৌগোলিক দূরত্ব ছিলো। জলপথের দূরত্ব ছিলো প্রায় ২৪৫০ মাইল। এই বিশাল ভৌগোলিক দূরত্ব শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক শুধু নয় বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নানাবিধ সমস্যার জন্ম দিয়েছিলো (Hussen, 2023)। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠির অত্যাচারের খড়ুগ নেমে আসে আপামর বাঙালির উপর। বাঙালি জাতি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি ২৩ বছরের বঞ্চনা, শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত সংগ্রাম করার প্রেরণা পায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইটে'র নামে ঢাকা ও এর আশেপাশের অঞ্চলে গণহত্যা চালায় পাকিস্তানিবাহিনী। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আসে স্বাধীনতার ঘোষণা, শুরু হয় আনুষ্ঠানিক মুক্তিযুদ্ধ (মুকুল, ১৯৮৪)। এরপর থেকে প্রায় নয় মাস সারাদেশজুড়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও এদেশের কতিপর দোসর (রাজাকার, আলবদর, আলশামস) মিলে ইতিহাসের ঘৃণ্যতম যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পেরিয়ে গেলেও এই বিষয়ে গবেষণা গুলো একপেশে। এগুলার কোন ভৌগোলিক বিশ্লেষণ নেই, মানচিত্রায়ন নেই, পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ নেই (Hafsa, 2020)। তাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনী যে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত

করেছিল তার একটি ভৌগোলিক বিশ্লেষণ করা। এ গবেষণা কর্মটি মূলত পরিচালিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে অষ্টম খন্ডে উল্লেখিত "বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত সাক্ষাৎকারের" উপর ভিত্তি করে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কর্ম পরিচালনা করতে গেলে যে বড় সীমাবদ্ধতা সেটি হচ্ছে অপর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত। এই গবেষণা কর্মে যে বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে তা হচ্ছে "বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকারের" মাধ্যমে এ দেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধপরাধ সমূহ কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তা ফুটিয়ে তোলা। এই গবেষণা মূলত দলিলপত্রে উল্লেখিত সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কী যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার তালিকা প্রণয়ন, এই যুদ্ধাপরাধ সমূহের মানচিত্রের মাধ্যমে অবস্থান চিহ্নিত করা, তাছাড়াও সময়ের সাথে সাথে অর্থাৎ মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই যুদ্ধাপরাধের ধরন কেমন ছিল তা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস মাত্র।

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ অষ্টম খন্ডে' উল্লেখিত সাক্ষাতকার, দলিলপত্র ও অন্যান্য

তথ্য বিশ্লেষণ *(১২-১৮৬ পৃষ্ঠাঃ গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত সাক্ষাতকার)* করে উল্লেখিত অপরাধসমূহের স্থানিক ও কালিক বিশ্লেষণপূর্বক একটি বিন্যাস খুঁজে পাওয়ার প্রয়াস এই প্রবন্ধে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে, মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের দ্বারা সংগঠিত যুদ্ধাপরাধসমুহের **স্থানিক** ও কালিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভৌগোলিক সম্পর্ক অনুসন্ধান করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিমোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

১। যুদ্ধপরাধ সমূহের তালিকা প্রণয়ন এবং **অবস্থান** চিহ্নিত করা,

২। যুদ্ধপরাধ সমূহের **স্থানিক** বন্টন মানচিত্রে প্রদর্শন করা,

৩। যুদ্ধপরাধ সময়ের কালিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভৌগোলিক সম্পর্ক নিরূপণ করা।

৩. গবেষণা পদ্ধতিঃ

এই গবেষণাটি একটি ঐতিহাসিক গবেষণা এবং এই গবেষণাটি সম্পাদন করার জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণাটি মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র অষ্টম খন্ডের "গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ: বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত সাক্ষাৎকার" আলোচ্য সূচি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । এই গবেষণায় হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ অষ্টম খন্ডে' উল্লেখিত সাক্ষাতকার, দলিলপত্র ও অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ (১২-১৮৬ পৃষ্ঠাঃ গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত সাক্ষাতকার) করে উল্লিখিত যুদ্ধাপরাধের তথ্য আহরণ করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগের সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকার থেকে গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ আলোচনা করা হয়েছে, এই প্রবন্ধটি তৈরি করা হয়েছে এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে। এই গবেষণায় প্রতি যুদ্ধাপরাধের জন্য ১ (এক) সংখ্যা ব্যবহার করে মোট সংগঠনের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এই যুদ্ধাপরাধ সমূহের তথ্যগুলো গুগল আর্থ প্রো সফটওয়্যার এর মাধ্যমে এদের অবস্থানের kml shp ফাইল তৈরি করা হয়েছে এরপর এই তথ্যগুলোকে QGIS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মানচিত্রের প্রদর্শন করা হয়েছে সংগৃহিত তথ্যসমূহের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের জন্য আইবিএম এসপিএসএস সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. বর্ণনা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর বর্বরোচিত গণহত্যা চালানো হয়। ইতিহাসে যা অপারেশন সার্চলাইট হিসেবে পরিচিত (আক্তার, ২০২১)। **১৯৭১** সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ২৬ শে মার্চ থেকে **১৬**ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের সাধারণ নিরীহ জনগণের উপর এদেশে রাজাকার বাহিনীদের সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করে থাকে।

৪.১ যুদ্ধাপরাধ

যুদ্ধাপরাধ বলতে সাধারণভাবে যুদ্ধকালিনসময়ে সংঘটিত অপরাধসমূহ নির্দেশ করলেও এর অন্তর্নিহিত অর্থ ভিন্ন। সাধারণত যুদ্ধে দুই বা ততোধিক সামরিক বা সশস্ত্র পক্ষ থাকতে হয়। যুদ্ধের সময় পক্ষসমূহ কেমন আচরণ করবে তার সংবিধিবদ্ধ নিয়মাবলি জাতিসংঘের চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনে বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে। যুদ্ধকালিন সময়ে যেকোনো পক্ষ কর্তৃক সেসকল নিয়মাবলির ব্যতয় ঘটানোকেই যুদ্ধাপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় (আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত বিধি **১৯৯৮**, ৮ম অনুচ্ছেদ)।

এছাড়াও যুদ্ধকালিন সময়ে যেকোনো পক্ষ কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক সাধারণ নাগরিক ও বেসামরিক স্থাপনার উপর হামলা চালানো (Doswald-Beck, Louise, 2018), অন্যায়ভাবে বেসামরিক নাগরিকগণকে হত্যা বা হত্যাচেষ্টা (Dinstein, Yoram, 2005), নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ যা ভুক্তভোগীকে শারিরীক, মানসিক ও সামাজিক পীড়া দেয় (Cassese, Antonio, 2013), জোরপূর্বক গুম বা অপহরণ (Greenwood, Christopher, 2020), যেকোনো ধরণের যৌন আচরণ যা ধর্ষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (Akhavan, Payam, 2015) প্রভৃতিকেও যুদ্ধাপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত বিধি **১৯৯৮**, ৮ম অনুচ্ছেদ এ যুদ্ধাপরাধের বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয়েছে। বিধি অনুযায়ী যুদ্ধকালিন সময়ে কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, শারীরিক নির্যাতন, জৈবাস্ত্র প্রয়োগ, ইচ্ছাকৃত জখম, বেসামরিক স্থাপনায় হামলা, যুদ্ধবন্দিদেও যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার, যুদ্ধবন্দিদের নিরপেক্ষ বিচার থেকে বঞ্চিত করা, দেশ ত্যাগে বাধ্য করা কিংবা বিনা অপরাধে আটক বা গুম করা যুদ্ধাপরাধ। এমনকি যুদ্ধকালিন সময়ে বেসামরিক নাগরিকদের যুদ্ধে বাধ্য করা, মানবতার কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বা যানবাহনে হামলা, অরক্ষিত স্থাপনা যেমন শহর বা গ্রামে অসামরিক উদ্দেশ্যে হামলা, সেবাপ্রতিষ্ঠান যেমন হাসপাতালে হামলাকে যুদ্ধাপরাধ বলা হয়েছে। 'এক অংশও ছাড় দেওয়া হবে না' এমন হুমকিকেও যুদ্ধাপরাধে সামিল করা হয়েছে।

বিষাক্ত অস্ত্রের ব্যবহার, মানব শরীরে সহজে বিদীর্ণ হয় এমন বুলেটের ব্যবহার করাও যুদ্ধাপরাধ। হত্যার পর মৃতদেহের সাথে অমানবিক আচরণ করাকেও যুদ্ধাপরাধের মধ্যে ভাবার্থে সংশ্লেষ করা হয়েছে। এর মধ্যে মৃতদেহের অঙ্গহানি, ব্যক্তির ধর্মীয় আচার মেনে মৃতদেহের সৎকার না করা, মৃতদেহকে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রদর্শন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গবেষণায় মহান মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত যুদ্ধাপরাধের একটি ভৌগোলিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.২ গবেষণার পরিসীমাভুক্ত যুদ্ধাপরাধসমূহ

যুদ্ধাপরাধের বিভিন্ন ধরণ আছে। স্থান ও সময়ভেদে সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধারণ করে থাকে। গবেষক মুক্তিযুদ্ধকালিন সময়ে সংগঠিত যুদ্ধাপরাধসমূহ বলতে মূলত নিম্নলিখিত অপরাধসমূহকে গবেষণার জন্য ব্যবহার করেছেন। এখানে বধ্যভূমি, গণকবর ও ক্যাম্প/টর্চার সেল সমূহকে যুদ্ধাপরাধের চলক হিসেবে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে এই নিমিত্তে যে, উক্ত স্থানসমূহে বিভিন্ন যুদ্ধাপরাধ হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা বর্ণনা করেছেন। পাকিস্তানি বাহিনী এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্যাম্প স্থাপন করেছিলো। সেই ক্যাম্পগুলো থেকে নানারকম যুদ্ধাপরাধ পরিচালিত হতো। বধ্যভূমিসমূহে এদেশের নিরস্ত্র নিরপরাধ মানুষকে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করেছিলো তারা। হত্যার পর গণকবর দিয়েছিলো। উল্লিখিত কর্মকান্ডগুলো আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত বিধি, ১৯৯৮ এর ৮ম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড বলে প্রতীয়মান হয় বিধায় এগুলোকে চলক হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় এই যুদ্ধাপরাধসমূহের স্থানিক ও কালিক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করা হয়েছে।

তালিকা ১ঃ যুদ্ধাপরাধসমূহ

১	গণহত্যা
২	বধ্যভূমি
৩	গণকবর
৪	শারীরিক নির্যাতন
৫	ধর্ষণ
৬	অগ্নিসংযোগ
৭	অপহরণ/গুম
৮	বন্দী/গ্রেফতার/আটক
৯	ক্যাম্প/টর্চার সেল
১০	লুন্ঠন
১১	ধ্বংসযজ্ঞ

৪.২.১ গণহত্যা

আন্তর্জাতিক গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি বিষয়ক জাতিসংঘের কনভেনশন (১৯৪৮) অনুযায়ী একটি জাতি, নৃগোষ্ঠি, বর্ণ কিংবা ধর্মীয় গোষ্ঠিকে সমূলে বা আশিংকভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যদি হত্যা, শারিরীক নির্যাতন, বেসামরিক স্থাপনায় হামলা, জোরপূর্বক জন্মরোধ, গর্ভপাত কিংবা জোরপূর্বক শারীরিক, সামাজিক বা ধর্মীয় রূপান্তরে বাধ্য করা হয় তবে এমন কর্মকান্ড গণহত্যা (CPPCG, 1948)। তবে গণহত্যা মানে শুধুই একটি জাতিগোষ্ঠীকে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করা নয় বরং এটি দীর্ঘমেয়াদেও হতে পারে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উদ্দেশ্য। একটি জাতির অস্তিত্ব বিলীন করার প্রচেষ্টা হলে সেটি গণহত্যার সামিল হবে (Stanton, Gregory H., 1996)। কোনো জাতির সাংস্কৃতিক কাঠামো বিনষ্ট করা, যেমন গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেওয়া, ভাস্কর্য ধ্বংস করা, ভাষা চাপিয়ে দেওয়া প্রভৃতিও গণহত্যার চেয়ে কোনো অংশে কম নয় (Charny, Israel, 1997)।

সেই বিবেচনায় বলা যায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের উপর নির্মম গণহত্যা চালিয়েছে পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি। তারা শুরুতে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলো। রাষ্ট্রভাষার নামে উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দিয়েছিলো, পয়লা বৈশাখ পালন, রবীন্দ্রসংগীত চর্চা বাতিল করেছিলো। এরপর থেকে ধাপে ধাপে বারংবার এদেশের মানুষের উপর তাদের অত্যাচার ও নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসে যা ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত অব্যহত ছিলো।

তবে এই গবেষণায় শুধুমাত্র ১৯৭১ সালের মার্চ হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে সংগঠিত হত্যাকান্ডসমূহে গণহত্যা হিসেবে গবেষণার স্বার্থে চিহ্নিত করা হয়েছে। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ অষ্টম খন্ডে’ উল্লেখিত সাক্ষাতকার, দলিলপত্র ও অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ (১২-১৮৬ পৃষ্ঠাঃ গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত সাক্ষাতকার) করে তালিকা-২ এ উল্লিখিত সংখ্যক গণহত্যা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

৪.২.২ অগ্নিসংযোগ

মুক্তিযুদ্ধকালিন সময়ে বাঙালির প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। তারা নয় মাস জুড়ে গণহত্যার পাশাপাশি অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ,লুন্ঠন প্রভৃতি অপরাধে লিপ্ত ছিলো (দেলোয়ার, ২০১৪)। এর মধ্যে তাদের নৃশংসতার অন্যতম প্রবণতা ছিলো অগ্নিসংযোগ ঘটানো। এজন্য তারা নয় মাস জুড়ে অনেক সাধারণ বেসামরিক মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে (রশীদ, ২০২১)। এই অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে তারা চেয়েছিলো দেশের সাধারণ বেসামরিক নাগরিকগণের মনে ভীতির সঞ্চার করতে। তবে এমন

অগ্নিসংযোগের ফলে অনেকে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে। পূর্বপুরুষের ভিটে বিরানভূমিতে পরিণত হতে দেখে অনেক হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়। এমনকি তারা এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত মার্চ থেকে এপ্রিলের মধ্যে সংগঠিত অগ্নিসংযোগের ঘটনাবলীর একটি তালিকা করা হয়েছে।

৪.২.৩ ধ্বংসযজ্ঞ

ধ্বংসযজ্ঞ হিসেবে এই গবেষণাকর্মের জন্য পাকবাহিনী কর্তৃক বোমা হামলা, মর্টার শেল, কামানের গোলা নিক্ষেপ প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে। মূলত স্থাপনা লক্ষ করে হতাহতের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত গোলাবারুদ এবং সেকারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতিসমূহকে এই গবেষণার ধ্বংসযজ্ঞ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪.২.৪ ধর্ষণ

ধর্ষণ কিংবা যৌন নিপীড়ন মানবতাবিরোধী অপরাধসমূহের মধ্যে অন্যতম। যুদ্ধকালিন সময়ে ধর্ষণ জেনেভা ও রোম কনভেনশন অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধের মধ্যে পড়ে। এটি যুদ্ধের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (Kapp, C. 2022) **১৯৭১** সালের মার্চ মাস থেকেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সাধারণ মানুষের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। অশীতিপর বৃদ্ধা থেকে শিশু **কেউই রেহায় পায় নি**। প্রায় দুই লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করেছিলো তারা। পশ্চিমা রক্ত দিয়ে সমাজকে পবিত্র করার **হীন পরিকল্পনা** বাস্তবায়নে পাকিস্তানী হানাদাররা নারী ও শিশুদের উপর বর্বরোচিত পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিলো। এটি ছিলো পুরো পৃথিবীর মধ্যে বিশ শতকের প্রথম কোনো উদাহরণ যেখানে ধর্ষণকে যুদ্ধকৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে (Begum, 2023)।

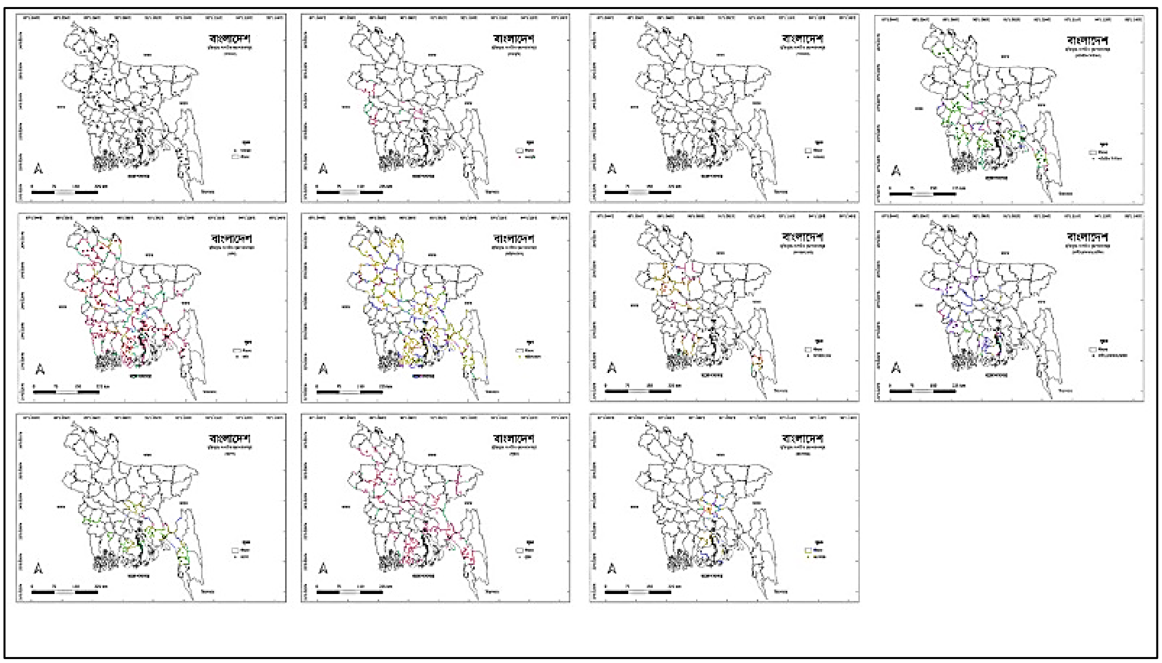

চিত্র ১ঃ মুক্তিযুদ্ধকালিন সময়ে সংগঠিত যুদ্ধাপরাধভিত্তিক মানচিত্র [সূত্রঃ গবেষকগণ]

৪.২.৫ লুন্ঠণ

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের মানুষের সম্পদ লুট করতো। এভাবে তারা অনেক মানুষকে নিঃস্ব করে ফেলেছিলো। হানাদার বাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাঙালিদের ঘরবাড়িতে তারা লুটতরাজ চালাতো।

৪.২.৬ গণকবর

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকসেনারা ধরে নিয়ে অগণিত মানুষকে হত্যা করে। নির্মম এই গণহত্যাগুলোর সাক্ষ্য বহন করছে সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অগণিত গণকবর। সাধারণত বধ্যভূমিগুলোর আশেপাশেই বিশাল গর্ত করে গণকবর দিতো পাকিস্তানি হানাদার

বাহিনী। অনেকসময় যাদের হত্যা করা হবে তাদের দিয়েই গর্ত খোঁড়ানো হতো।

৪.২.৭ গুম/অপহরণ

মুক্তিবাহিনী সন্দেহে সারাদেশ থেকে ইচ্ছেমতো যুবকদের ধরে নিয়ে যেতো পাকিস্তানী সেনারা। **তাদের এদেশীয় দোসর (রাজাকার, আলবদর, আলশামস)রা এমন কর্মকান্ডে পাকিস্তানিদের সহায়তা করতো।** ক্যাম্পের টর্চার সেলে তাঁদের উপর নির্মম অত্যাচার চালানো হতো। তথ্য বের করার জন্য অমানবিক নির্যাতন চলতো তাঁদের উপর। **কিছুসংখ্যক নির্যাতিতদের** আহত অবস্থায় ফেরত পাওয়া যেতো। তবে বেশিরভাগ অপহরণকৃতদেরই তারা হত্যা করতো।

৪.২.৮ বন্দী/গ্রেফতার/আটক

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অপহরণ বা গুমের পাশাপাশি সামনাসামনি ধরে নিয়ে আটক বা গ্রেফতারও করতো অনেককে। তাদের উপরও চলতো অকথ্য নির্যাতন।

৪.২.৯ শারিরীক নির্যাতন

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ক্যাম্পে কিংবা ক্যাম্পের বাইরে সাধারণ মানুষের উপর শারিরীক নির্যাতন চালাতো। এসব নির্যাতনের বর্ণনা লোমহর্ষক।

তালিকা ২ঃ বিভাগ ও জেলাভিত্তিক আলোচিত যুদ্ধাপরাধসমূহের সংখ্যা

বিভাগ	জেলা	গণহত্যা	অগ্নিসংযোগ	ধ্বংসযজ্ঞ	ধর্ষণ	লুণ্ঠণ	গণকবর	গুম/ অপহরণ	বন্দী/ গ্রেফতার/আটক	শারিরীক নির্যাতন	বধ্যভূমি	ক্যাম্প/ টর্চার সেল
ঢাকা	ঢাকা	৪৭	৭	৬	৪	৩	১	১	৩	১২	১	২
	নরসিংদী	৩	৩	-	-	১	১	-	-	-	১	২
	রাজবাড়ী	১	-	-	-	-	-	১	-	-	-	-
	টাঙ্গাইল	৪	-	১	১	১	-	১	১	৫	-	-
	কিশোরগঞ্জ	৯	২		১	৩	-	-		-	-	১
রাজশাহী	রাজশাহী	৮	১	১	১	১	১	৪	১	-	২	-
	নাটোর	৩	-	-	-	-	-	৩	১	২	-	-
	নওগাঁ	৬	৩	-	২	৩	-	২	১	-	-	-
	জয়পুরহাট	৬	১	-	১	১	-	৪	-	-	-	-
	বগুড়া	৪	২	-	২	৩	-	১	-	-	-	-
	পাবনা	৭	৩	-	৪	৫	-	১	২	৪	-	১
	সিরাজগঞ্জ	৫	৫	-	২	-	-	২	২	৬	-	১
রংপুর	দিনাজপুর	১০	৩	-	৪	৩	-	১	১	১০	-	১
	রংপুর	১১	-	-	৩	২	-	১	-	১	-	১
	কুড়িগ্রাম	৭	৫	-	১	-	-	-	-	৩	-	-
	লালমনিরহাট	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	নীলফামারী		১	-	-	-	-	-	-	১	-	-
খুলনা	খুলনা	২	-	-	১	১	-	২	-	৩	-	২
	যশোর	৫	-	-	৩	১	৩	২	৫	৭	১	৩
	কুষ্টিয়া	১০	২	-	৪	-	-	১	১	৫	-	-
	বাগেরহাট	৩		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ঝিনাইদহ	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-	-
	সাতক্ষীরা	-	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
বরিশাল	বরগুনা	৩	২	-	১	২	-	১	-	৪	-	-
	পিরোজপুর	১	-	-	৮	১০	-	৬	-	৭	-	৪
	ঝালকাঠি	৯	-	-	-	৩	-		৭	৪	-	২
	বরিশাল	-	-	-	২	-	-	১	-	-	-	-
	ভোলা	-	-	-	-	-	-	৩	-	-	-	১
ময়মনসিংহ	জামালপুর	২	-	-	-	-	-	-	২	১		-
সিলেট	সিলেট	৪	-	-	২	২	-	-	-	১	-	-
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	১৪	৯	-	১	১০	-	-	১	৮	-	৭
	কুমিল্লা	১	১	-	-	১	-	-	-	-	-	-
	ফেনী	৩	২	-	৬	৩	-	-	-	৩	-	৪
	নোয়াখালী	-	১	-	১	১	-	-	-	৭	-	২
	চাঁদপুর	-	-	-	-	-	-	-	-	১	-	-
	লক্ষ্মীপুর	-	-	-	১	৩	-	-	-	৩	-	৫

সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ অষ্টম খন্ডে’ উল্লেখিত সাক্ষাতকার, দলিলপত্র ও অন্যান্য তথ্য (১২-১৮৬ পৃষ্ঠাঃ গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত সাক্ষাতকার)।

৪.২.১০ বধ্যভূমি

বধ্যভূমিগুলোতে গণহত্যা চালানোর পর পাকিস্তানি সেনারা লাশ ফেলে দিতো। এসব বধ্যভূমি অগণিত শহিদের স্মৃতি বহন করে চলেছে।

৪.২.১১ ক্যাম্প/টর্চার সেল

পাকবাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প বা টর্চার সেল স্থাপন করেছিলো। এসব ক্যাম্পে তারা অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষণসহ এই গবেষণায় উল্লেখিত সকল যুদ্ধাপরাধসমূহ করতো।

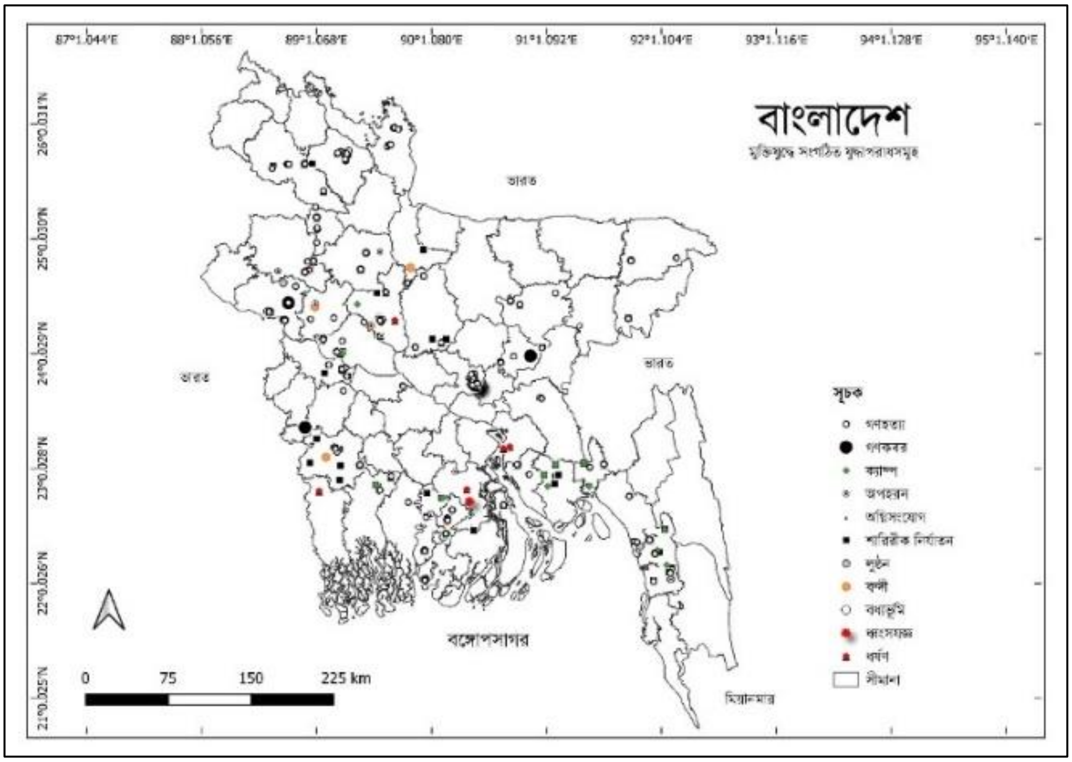

চিত্র ২ঃ মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত যুদ্ধাপরাধসমূহ [সূত্রঃ গবেষকগণ]

বিশ্লেষণ

ক। ঢাকা বিভাগে যুদ্ধাপরাধের ধরণ

গবেষণার জন্য উল্লেখিত অংশে ঢাকা বিভাগের কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী, নরসিংদী ও ঢাকা জেলার তথ্যসমূহ নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে ঢাকা বিভাগের যুদ্ধাপরাধের সামগ্রিক চিত্র সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়।

ঢাকা রাজধানী হওয়ায় এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় যুদ্ধাপরাধ সংগঠিত হয়েছে। যেকোনো যুদ্ধেই রাজধানীতে বেশি যুদ্ধাপরাধ চোখে পড়ে। এবং এটি বিশ্বব্যাপী একটি সাধারণ যুদ্ধপ্রবণতা। (Koren, 2017) ঢাকা বিভাগের মধ্যে ঢাকা জেলার মহানগরীতে সবচেয়ে বেশি গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প/টর্চার সেলও ছিলো সবচেয়ে বেশি। সাধারণভাবেই এখানে বেশি সংখ্যায় শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এই বিভাগের অন্যান্য জেলার তুলনায় ঢাকা জেলায় ধর্ষণ, অপহরণ/গুম, বন্দী/গ্রেফতার/আটকের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি হওয়ায় এখানে বধ্যভূমির সংখ্যাও বেশি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেনানিবাস থাকায় ঢাকা জেলায় বোমাবর্ষণ, ট্যাঙ্ক হামলা, শেল নিক্ষেপ প্রভৃতি ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনাও ছিলো সারাদেশের তুলনায় বেশি।

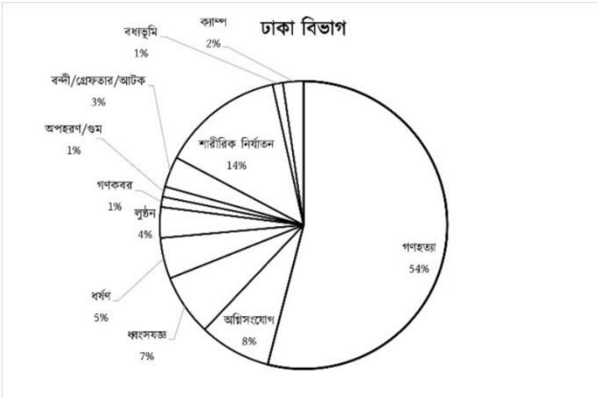

চিত্রঃ ৩ ঢাকা বিভাগের যুদ্ধাপরাধের পাইচার্ট

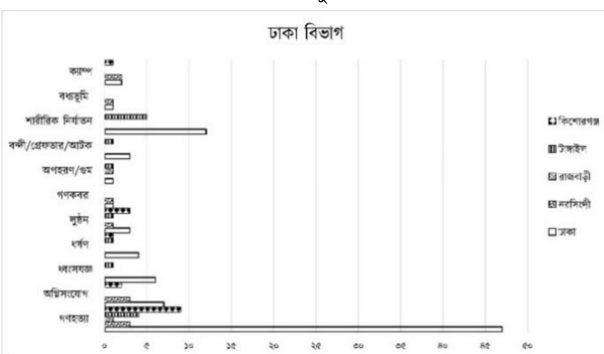

চিত্র: ৪ ঢাকা **বিভাগে**র যুদ্ধাপরাধের লেখচিত্র

অপরপক্ষে রাজবাড়ী জেলায় ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলার তুলনায় কম সংখ্যায় গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এক্ষেত্রে কিশোরগঞ্জ জেলা ঢাকা জেলার তুলনায় কম হলেও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গণহত্যার শিকার হয়েছে। রাজবাড়ী ও টাঙাইলে অগ্নিসংযোগের তথ্য না থাকলেও ঢাকা, নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে ঢাকায় এর মাত্রা সর্বোচ্চ। বোমাবর্ষণ, মর্টার নিক্ষেপ প্রভৃতি ধ্বংসযজ্ঞ ঢাকা ও টাঙাইলে সংঘটিত হলেও অন্যান্য জেলায় ঘটনার তথ্য নেই। সবমিলিয়ে ঢাকা জেলায় সর্বোচ্চ সংখ্যক যুদ্ধাপরাধ ও রাজবাড়ী জেলায় সর্বনিম্ন ঘটনা নির্দেশ করছে।

খ। ময়মনসিংহ বিভাগে যুদ্ধাপরাধের ধরণ

ময়মনসিংহ বিভাগের শুধুমাত্র জামালপুর জেলার তথ্য এই গবেষণার উৎসে উল্লেখ আছে। সে প্রেক্ষিতে জামালপুর জেলার যুদ্ধাপরাধের মাত্রা ও ধরণ দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় খুবই কম।

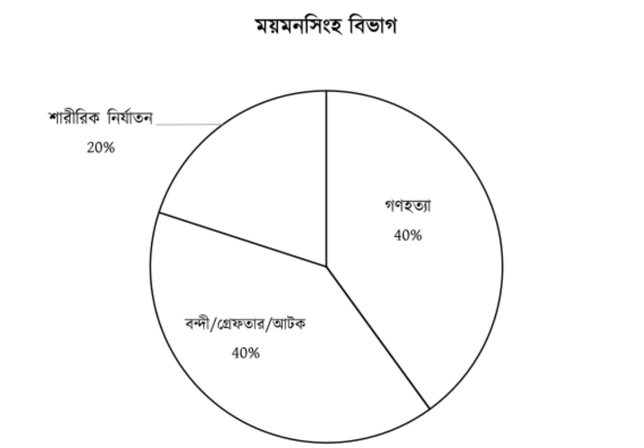

চিত্রঃ ৫ ময়মনসিংহ বিভাগের যুদ্ধাপরাধের পাইচার্ট

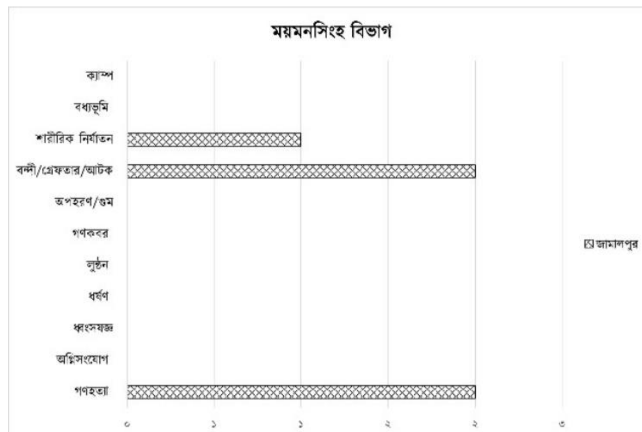

চিত্র: ৬ ময়মনসিংহ বিভাগের যুদ্ধাপরাধের লেখচিত্র

প্রাপ্ত তথ্যসমূহের মধ্যে গণহত্যা ও বন্দী/গ্রেফতার/আটকের মাত্রা অন্যান্য যুদ্ধাপরাধের তুলনায় বেশি।

গ। সিলেট বিভাগে যুদ্ধাপরাধের ধরণ

সিলেট বিভাগের জেলাগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র সিলেট জেলার তথ্য এই গবেষণার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাতকারের উপর ভিত্তি করে সিলেট জেলায় অন্যান্য যুদ্ধাপরাধের মধ্যে গণহত্যার হার বেশি পাওয়া গেছে।

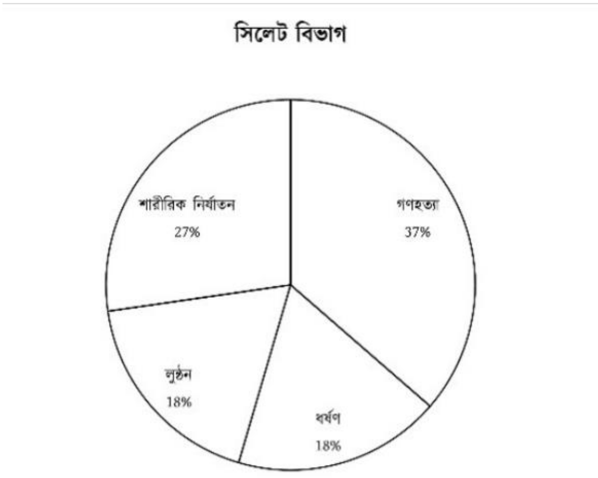

চিত্রঃ৭ সিলেট বিভাগের যুদ্ধাপরাধের পাইচার্ট

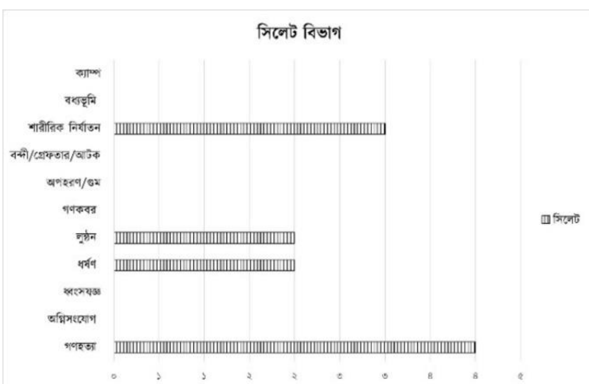

চিত্র:৮ সিলেট বিভাগের যুদ্ধাপরাধের লেখচিত্র

ঘ। রাজশাহী বিভাগে যুদ্ধাপরাধের ধরণ

রাজশাহী বিভাগের অবস্থান বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। এই বিভাগ দিয়ে পদ্মা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সাথে এই বিভাগের সীমানা রয়েছে। এই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অন্যতম লক্ষ ছিলো এই অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য এই অঞ্চলে ব্যাপক যুদ্ধাপরাধের তথ্য পাওয়া যায়। পাবনা জেলায় সর্বোচ্চ সংখ্যক যুদ্ধাপরাধের তথ্য প্রত্যক্ষদর্শীরা বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য যুদ্ধাপরাধসমূহের মধ্যে গণহত্যা সবচেয়ে বেশি হয়েছে রাজশাহী জেলায় যেটি শহরাঞ্চলে যুদ্ধাপরাধের সংখ্যা বেশি হওয়ার প্রবণতাকে সমর্থন করে।

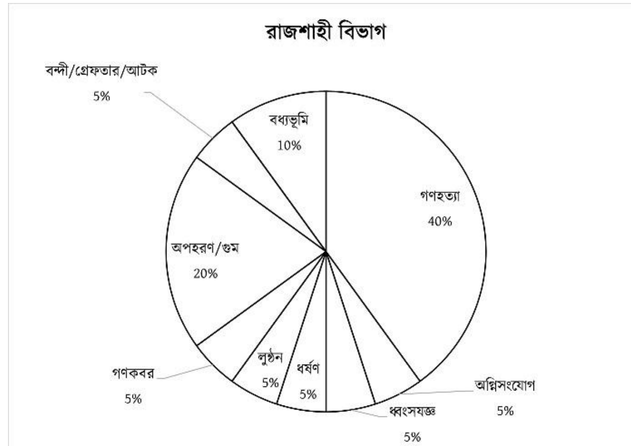

চিত্র: ৯ রাজশাহী বিভাগের যুদ্ধাপরাধের পাইচার্ট

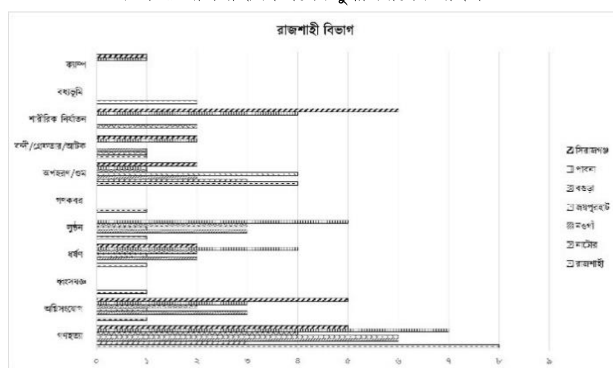

চিত্র: ১০ রাজশাহী বিভাগের যুদ্ধাপরাধের লেখচিত্র

ঙ। রংপুর বিভাগে যুদ্ধাপরাধের ধরণ

রংপুর বিভাগ মুক্তিযুদ্ধের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিলো। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার বেষ্টিত এই বিভাগে ব্যাপক যুদ্ধাপরাধ সংগঠিত হতে দেখা যায়। এরমধ্যে দিনাজপুর জেলায় সর্বোচ্চ সংখ্যক যুদ্ধাপরাধ সংগঠির হলেও রংপুর জেলায় সর্বোচ্চ গণহত্যার তথ্য পাওয়া যায়।

চিত্র: ১১ রংপুর বিভাগের যুদ্ধাপরাধের পাইচার্ট

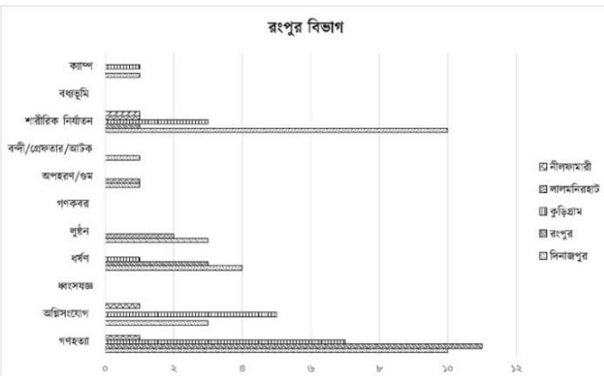

চিত্র: ১২ রংপুর বিভাগের যুদ্ধাপরাধের লেখচিত্র

চ। চট্টগ্রাম বিভাগে যুদ্ধাপরাধের ধরণ

মুক্তিযুদ্ধকালিন সময়ে বঙ্গোপসাগর বেষ্টিত চট্টগ্রাম বিভাগ বন্দরের অবস্থানের কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। পার্বত্যাংশে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের কারণে তেমন যুদ্ধাপরাধ না করতে পারলেও সমতলের জেলাগুলোতে ব্যাপক যুদ্ধাপরাধ করে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী। চট্টগ্রাম জেলায় সর্বোচ্চ সংখ্যক যুদ্ধাপরাধ করে তারা। এই শহরে তাদের গণহত্যার সংখ্যাও বেশি।

চিত্র: ১৩ চট্টগ্রাম বিভাগের যুদ্ধাপরাধের পাইচার্ট

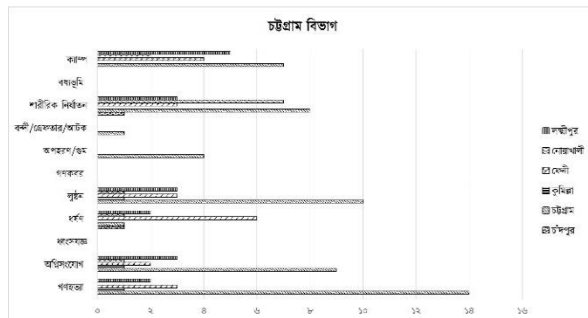

চিত্র: ১৪ চট্টগ্রাম বিভাগের যুদ্ধাপরাধের লেখচিত্র

ছ। খুলনা বিভাগে যুদ্ধাপরাধের ধরণ

খুলনা বিভাগ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা বেষ্টিত এবং এখান থেকে কলকাতা খুব কম দূরত্বে হওয়ায় এই বিভাগের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোয় যুদ্ধাপরাধের ঘটনা বেশি ঘটেছে। যশোরে সবচেয়ে বেশি যুদ্ধাপরাধের তথ্য পাওয়া যায়। তবে কুষ্টিয়া জেলায় গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে বেশি সংখ্যায়। তবে সুন্দরবন এলাকা দুর্গম হওয়ায় সাতক্ষীরা, বাগেরহাট জেলায় কম সংখ্যায় যুদ্ধাপরাধের তথ্য পাওয়া গেছে।

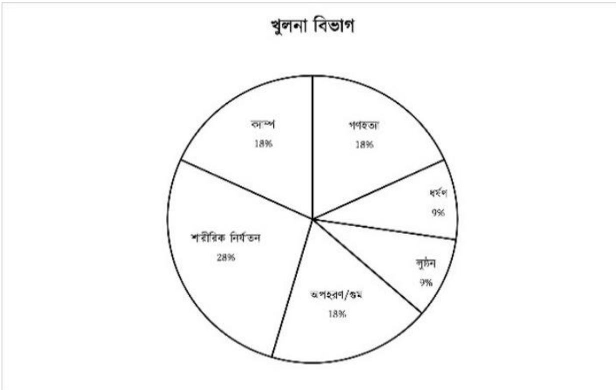

চিত্র: ১৫ খুলনা বিভাগের যুদ্ধাপরাধের পাইচার্ট

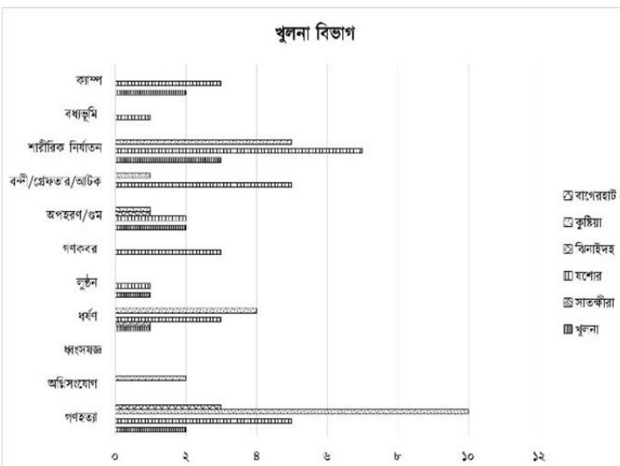

চিত্র: ১৬ খুলনা বিভাগের যুদ্ধাপরাধের লেখচিত্র

জ। বরিশাল বিভাগে যুদ্ধাপরাধের ধরণ

নদ-নদী বেষ্টিত বরিশাল বিভাগে যুদ্ধাপরাধের যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় পিরোজপুর জেলায় সর্বোচ্চ যুদ্ধাপরাধ হয়েছে। তবে এইসব এলাকায় গণহত্যার পরিমাণ অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কম। বরং লুণ্ঠনের পরিমাণ বেশি।

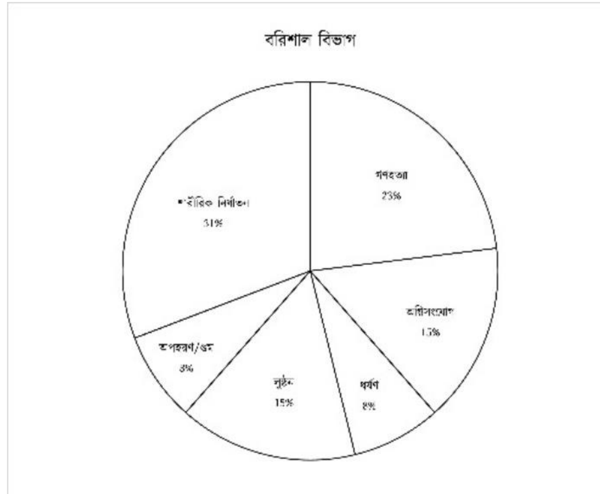

চিত্র:১৭ বরিশাল বিভাগের যুদ্ধাপরাধের পাইচার্ট

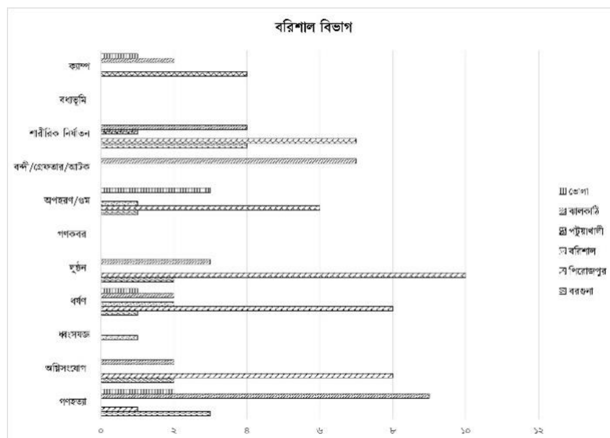

চিত্র: ১৮ বরিশাল বিভাগের যুদ্ধাপরাধের লেখচিত্র

মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংগঠিত যুদ্ধাপরাধসমূহের তালিকা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নৃশংসতম হত্যাকান্ড 'অপারেশন সার্চলাইট' এর মাধ্যমেই মূলত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের নিরীহ মানুষদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো শুরু করে। ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নির্যাতন অব্যহত ছিলো। তবে পুরো নয়মাস সময়ে একই মাত্রায় অত্যাচার সংগঠিত হয়নি। গবেষণার ব্যাপ্তি অনুসারে এখানে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

তালিকা-৩ যুদ্ধাপরাধসমূহের কালিক বিস্তার

যুদ্ধাপরাধসমূহ	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
গণহত্যা	৪৬	৩২	২৫	৯	৬	৩	৬	৪	৮	৩
অগ্নিসংযোগ	১০	১২	১১	১	১	২	১	৩	২	৩
ধ্বংসযজ্ঞ	৬	১	০	০	০	০	০	০	০	০
লুণ্ঠন	৫	৮	৯	৬	২	২	২	১	৪	০
ধর্ষণ	৩	৪	৬	৮	৩	৩	৪	৫	২	৪
শারিরীক নির্যাতন	৮	১৭	৮	১১	১০	৭	৬	৫	৫	১
বন্দী/গ্রেফতার/আটক	৪	২	৪	৬	৪	২	২	২	১	০
গুম/অপহরণ	৬	৭	৯	৬	৭	৪	১	০	১	১
বধ্যভূমি	১	১	১	০	০	০	০	০	০	০
গণকবর	১	১	১	০	০	০	০	০	০	০
ক্যাম্প/টর্চার সেল	০	২	৫	০	৩	১	০	৪	১	০

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের প্রায় প্রতিটি অংশেই যুদ্ধাপরাধসমূহ সংগঠিত হয়েছে। তবে সময় ও অঞ্চলভেদে যুদ্ধাপরাধসমূহের তীব্রতা ও ধরণে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কোথাও বেশিসংখ্যায় যুদ্ধাপরাধ হয়েছে আবার কোথাও যুদ্ধাপরাধের সংখ্যা তুলনামুলকভাবে কম। এই তারতম্যের ধরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মাসভিত্তিক যুদ্ধাপরাধসমূহের তথ্য

মুক্তিযুদ্ধের সময় নয় মাস জুড়েই যুদ্ধাপরাধ সংগঠিত হয়েছে। তবে এটির মাত্রা মার্চ মাস থেকে ক্রমান্বয়ে কমেছে। যুদ্ধাপরাধের সংখ্যা মার্চ মাসে ছিলো সর্বোচ্চ। এপ্রিল মাসে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। এরপর থেকে মুক্তিযুদ্ধ সাংগঠনিক রূপ পায়। পুরো দেশকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। ১৯৭১ সালের জুন-জুলাই মাসে বর্ষাকাল হওয়ায় সেসময় যুদ্ধাপরাধের মাত্রা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কম ছিলো। তবে সেই মাত্রা আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে আর সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্দমনীয় সাহস ও অতর্কিত প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, পাকিস্তানিরা পরাজয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সেসময় পরাজয় টের পেয়ে যুদ্ধাপরাধের মাত্রা কিছুটা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

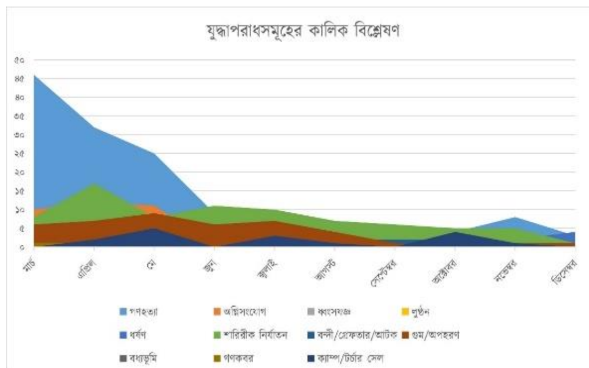

চিত্র: ১৯ যুদ্ধাপরাধসমূহের কালিক লেখচিত্র

পরিসংখ্যানিক ব্যাখ্যা

এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে পরিসংখ্যানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে আলোচনা করা যায়। এই তথ্যসমূহের যুদ্ধাপরাধভিত্তিক গড় নিচের তালিকায় প্রদর্শন করা হয়েছে। একইসাথে এই উপাত্তসমূহের কেন্দ্রীয় প্রবণতা থেকে আদর্শ বিচ্যুতির মানও নির্ণয় করা হয়েছে। এই তালিকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বধ্যভূমির সাথে যুদ্ধাপরাধসমূহের কেন্দ্রীয় প্রবণতা গণহত্যার আদর্শ বিচ্যুতি সবচেয়ে কম। এর অর্থ হলো, যে স্থানে গণহত্যা হয়েছে সেই স্থানে বধ্যভূমি সৃষ্টি হয়েছে। কিংবা যেসময় গণহত্যা হয়েছে সেসময় বধ্যভূমির সৃষ্টি হয়েছে। অপরপক্ষে গণহত্যার প্রবণতা একেক স্থানে একেক সময়ে ভিন্নভিন্ন ছিলো বিধায় এর আদর্শ বিচ্যুতি সর্বোচ্চ।

তালিকা ৪ঃ যুদ্ধাপরাধসমূহের পরিসংখ্যানিক ব্যাখ্যা তালিকা

যুদ্ধাপরাধ	গড়	আদর্শ বিচ্যুতি
গণহত্যা	১০.১৬	৩১.৪৫৭
অগ্নিসংযোগ	৩.৪৭	১০.৬৭৪
ধ্বংসযজ্ঞ	.৪৭	১.৭৩৬
ধর্ষণ	৩.২৬	৯.৯৪৮
লুণ্ঠন	৩.৩২	১০.২২৫
গণকবর	.৩২	১.০৯৩
গুম/অপহরণ	২.২৬	৬.৯৪৩
বন্দী/গ্রেফতার/আটক	১.৪৭	৪.৬৬০
শারিরীক নির্যাতন	৫.৩৭	১৬.৪০১
বধ্যভূমি	.২৬	.৮৯১
ক্যাম্প/টর্চার সেল	২.০৫	৬.৩৭১

স্থানিক কো-রিলেশন (পারস্পরিক সম্পর্ক)

পরিসংখ্যানে উপাত্তের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে চলকসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করার বেশ কিছু পদ্ধতি আছে। তবে এই গবেষণায় পিয়ারসনের কোরিলেশনের সহগ ব্যবহার করা হয়েছে। নিচে স্থানভেদে চলকসমূহের মধ্যে কোনরূপ সম্পর্ক আছে কী না, সেটি নির্ণয়ের জন্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছেঃ

তালিকা ৫ঃ স্থানিক কোরিলেশন নির্ণয় তালিকা

	পরিসংখ্যানিক সম্পর্ক	গণহত্যা	অগ্নিসংযোগ	ধ্বংসযজ্ঞ	ধর্ষণ	লুণ্ঠন	গণকবর	গুম/অপহরণ	বন্দী/গ্রেফতার/আটক	শারিরীক নির্যাতন	বধ্যভূমি	ক্যাম্প/টর্চার সেল
গণহত্যা	পিয়ারসনের কোরিলেশন মান	১	.৯৭৪**	.৯১৫**	.৯৬৭**	.৯৫৮**	.৮৭২**	.৯৫২**	.৯৪৯**	.৯৭৯**	.৯০১**	.৯৪৯**
অগ্নিসংযোগ	পিয়ারসনের কোরিলেশন মান	.৯৭৪**	১	.৮৩৮**	.৯৮০**	.৯৮৮**	.৮৪৬**	.৯৭২**	.৯৩৬**	.৯৮৪**	.৮৭৩**	.৯৮০**
ধ্বংসযজ্ঞ	পিয়ারসনের কোরিলেশন মান	.৯১৫**	.৮৩৮**	১	.৮২৫**	.৮০৩**	.৭৮৮**	.৮০৪**	.৮২০**	.৮৫৩**	.৮৪৪**	.৭৯৭**
ধর্ষণ	পিয়ারসনের কোরিলেশন মান	.৯৬৭**	.৯৮০**	.৮২৫**	১	.৯৮২**	.৮৬২**	.৯৭৪**	.৯৪৪**	.৯৮৫**	.৮৭৩**	.৯৭০**
লুণ্ঠন	পিয়ারসনের কোরিলেশন মান	.৯৫৮**	.৯৮৮**	.৮০৩**	.৯৮২**	১	.৮৩৭**	.৯৭৫**	.৯৩১**	.৯৭৬**	.৮৫৭**	.৯৮২**
গণকবর	পিয়ারসনের কোরিলেশন মান	.৮৭২**	.৮৪৬**	.৭৮৮**	.৮৬২**	.৮৩৭**	১	.৮৬১**	.৮৯৮**	.৮৭৫**	.৯৩৯**	.৮৬৩**
গুম/অপহরণ	পিয়ারসনের কোরিলেশন মান	.৯৫২**	.৯৭২**	.৮০৪**	.৯৭৪**	.৯৭৫**	.৮৬১**	১	.৯২৯**	.৯৬৮**	.৮৮৯**	.৯৬০**
বন্দী/গ্রেফতার/আটক	পিয়ারসনের কোরিলেশন মান	.৯৪৯**	.৯৩৬**	.৮২০**	.৯৪৪**	.৯৩১**	.৮৯৮**	.৯২৯**	১	.৯৫৭**	.৮৮১**	.৯৩২**
শারিরীক নির্যাতন	পিয়ারসনের কোরিলেশন মান	.৯৭৯**	.৯৮৪**	.৮৫৩**	.৯৮৫**	.৯৭৬**	.৮৭৫**	.৯৬৮**	.৯৫৭**	১	.৮৭৯**	.৯৭৪**
বধ্যভূমি	পিয়ারসনের কোরিলেশন মান	.৯০১**	.৮৭৩**	.৮৪৪**	.৮৭৩**	.৮৫৭**	.৯৩৯**	.৮৮৯**	.৮৮১**	.৮৭৯**	১	.৮৬৪**

*** পারস্পরিক সম্পর্ক ০.০১ স্তরে তাৎপর্যপূর্ণ (২-টেইলড)।*

ব্যাখ্যা

কো-রিলেশন সম্পর্কিত তালিকা থেকে সম্পর্কের মাত্রা নির্ধারণ করা যায়। পিয়ারসনের কোরিলেশন সম্পর্কিত মাত্রা নির্ণয়ের তালিকা নিম্নরূপঃ

তালিকা ৬ঃ কোরিরেশনের মাত্রা নির্ণায়ক তালিকা

কোরিলেশনের মানের পরিসর	মাত্রা
(±)০.৯০ - (±) ১.০০	বেশি উচ্চতর ইতিবাচক/নেতিবাচক কোরিলেশন
(±)০.৭০ - (±) ০.৯০	উচ্চতর ইতিবাচক/নেতিবাচক কোরিলেশন
(±)০.৫০ - (±) ০.৭০	মধ্যম ইতিবাচক/নেতিবাচক কোরিলেশন
(±)০.৩০ - (±) ০.৫০	নিম্ন ইতিবাচক/নেতিবাচক কোরিলেশন
(±)০.০০ - (±) ০.৩০	নগণ্য কোরিলেশন

উল্লেখিত তালিকা অনুযায়ী উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গণহত্যার সাথে অন্যান্য যুদ্ধাপরাধসমূহের কোরিলেশনের মাত্রা বেশি উচ্চতর ইতিবাচক কোরিলেশন (০.৯০ - ১.০০) মাত্রার অন্তর্গত। এটা থেকে ধারণা করা যায় যে স্থানে গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে সে স্থানে অন্যান্য সকল যুদ্ধাপরাধ সংগঠিত হয়েছে। একইভাবে অগ্নিসংযোগের সাথেও অন্যান্য যুদ্ধাপরাধের পারস্পরিক ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। তবে ধ্বংসযজ্ঞ (মর্টার শেল নিক্ষেপ/বোমা বর্ষণ) এর সাথে অন্যান্য যুদ্ধাপরাধের উচ্চতর ইতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্ক থাকলেও ক্যাম্প/টর্চার সেলের সাথে ধ্বংসযজ্ঞের সম্পর্কের মাত্রা খানিকটা কম। এর কারণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিজেদের ক্যাম্পে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়নি বরং অন্যান্য অপরাধসমূহ সংগঠিত করেছে।

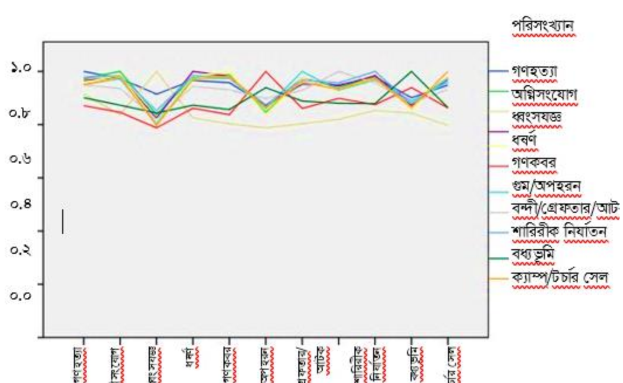

চিত্র:২০ যুদ্ধাপরাধসমূহের স্থানিক কোরিলেশন লেখচিত্র

গণহত্যার মতোই ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের সাথে সকল আলোচিত যুদ্ধাপরাধের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। অপরদিকে গণকবরের সাথে সকল যুদ্ধাপরাধের সম্পর্ক খুবই উচ্চতর ইতিবাচক হলেও ধ্বংসযজ্ঞের সাথে এর সম্পর্ক উচ্চতর ইতিবাচক মানের। এর অর্থ এরূপ দাঁড়ায় যে, যে স্থানে গণকবরের ঘটনা ঘটেছে সে স্থানে ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনা তুলনামূলকভাবে কম ঘটেছে। কিন্তু যে যে স্থানে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগসহ আলোচ্য যুদ্ধাপরাধ সংগঠিত হয়েছে ,সে সে স্থানে গুম/অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এরা পারস্পরিক সম্পর্কিত। একইভাবে সেসব এলাকায় বন্দী/গ্রেফতার/আটকের ঘটনাও ঘটেছে। এবং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গুম/অপহরণ কিংবা বন্দী/গ্রেফতার/আটক করার পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ব্যাপক শারিরীক নির্যাতন চালাতো এবং অর্ধমৃত অথবা মৃত অবস'ায় বধ্যভূমিতে গণকবর দিতো। এজন্য এই ঘটনাবলি একে অপরের সাথে স্থানিক ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রায় সম্পর্কিত। চিত্র-২১ চলকসমূহের মধ্যে স্থানিক পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করছে।

কালিক কো-রিলেশন (পারস্পরিক সম্পর্ক)

মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত যুদ্ধাপরাধসমূহ মার্চ মাস থেকে শুরু হয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছে। পিয়ারসনের কোরিলেশনের মাধ্যমে প্রতিমাসে সংঘটির যুদ্ধাপরাধসমূহের মধ্যে সম্পর্ক অনুধাবনের প্রয়াস করা হয়েছে।

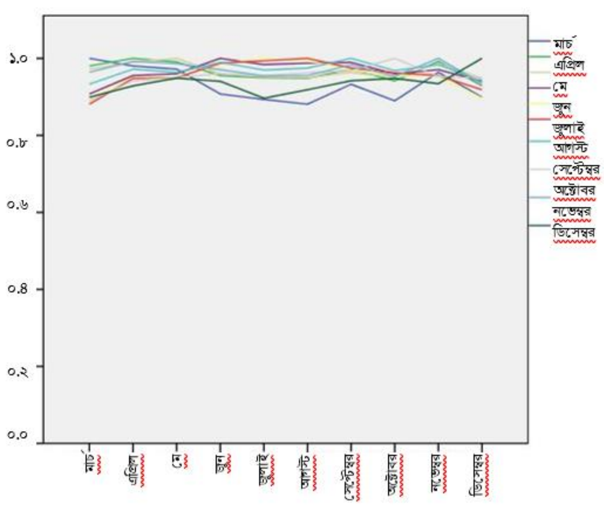

চিত্র: ২১ যুদ্ধাপরাধসমূহের কালিক কোরিলেশন লেখচিত্র

উপসংহার

বাংলাদেশের অভ্যুদয় পৃথিবীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। বাঙালি জাতির বীরত্বের ঘটনাবলীর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধসমূহ বিশ্ব বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছিলো। স্বাধীন বাংলাদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার সংখ্যা খুবই নগণ্য। বেশিরভাগ গবেষণাগুলো নিরপেক্ষতার মাপকাঠিতে পক্ষপাতদুষ্ট। এমন প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের পরিসংখ্যানিক ও ভৌগোলিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণাকর্ম। স্বাধীন বাংলাদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার সংখ্যা খুবই নগণ্য। বেশিরভাগ গবেষণাগুলো নিরপেক্ষতার মাপকাঠিতে পক্ষপাতদুষ্ট। এমন প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের পরিসংখ্যানিক ও ভৌগোলিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি

গবেষণাকর্ম। এই গবেষণায় ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের পরিসংখ্যানিক ও ভৌগোলিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করার প্রয়াস করা হয়েছে। এইধরণের গবেষণার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধের ধরণ, স্থানিক ও কালিক বিন্যাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। আলোচ্য গবেষণায় ব্যবহৃত উপাত্তসমূহ স্বল্প। তবে এটি একটি মডেল হিসেবে ধরে বিস্তারিত গবেষণার মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিন্যাস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১. রহমান, এইচ. এইচ. (১৯৮২), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র (৮,৯,১০,১১ খন্ড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয় এর পক্ষে হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ। ISBN-984-433-091-2

২. মুকুল, এম. আর. এ. (১৯৮৪), সাগর প্রকাশনী, জিপিও-৩০৫৭, ঢাকা, বাংলাদেশ। ISBN-984-412-617-7

৩. হোসেন, এ., (২০২২), ভারতবর্ষ ভাগের ৭৫ বছর: সোহরাওয়ার্দীর অবিভক্ত বাংলার স্বপ্ন এবং ১৯৪৭-পূর্ববর্তী ভূমিকা, বিবিসি বাংলা, https://www.bbc.com/bengali/news-62501658

৪. Hafsa, B. (2020). Exploring Geographical Factors for the Formation of Sector Boundaries of the Liberation War of Bangladesh 1971. Advances in Historical Studies, 9, 190-210. https://doi.org/10.4236/ahs.2020.94017

৫. Hussain, S., A., (2023), East (Pakistan) was East, West (Pakistan) was West, the Twain Never Met: Built-in Differences (part-I), The Daily Sun, accessed through: https://www.daily-sun.com/post/683360/East-Pakistan-was-East-West-Pakistan-was-West-the-Twain-Never-Met:-Builtin-Differences-partI

৬. আক্তার, এস., (২০২১), স্বাধীনতার ৫০ বছর: যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট', বিবিসি বাংলা https://www.bbc.com/bengali/news-56501365

৭. Ahmed, M., A., (2023), Historic March 7 Speech: The fiery call for freedom, The Daily Star. Accessed through (https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/the-fiery-call-freedom-3264796)

৮. Doswald-Beck, L., (2018), An Introduction to International Law, *ICRC*. Retrived from: (https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jmrt.html)

৯. Dinstein, Yoram, (2005), The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, *Cambridge University Press*. Online ISBN 9780511817182. https://doi.org/10.1017/CBO9780511817182

১০. Cassese, Antonio, (2013), International Criminal Law, *Oxford: Oxford University Press*. ISBN 978-0-19-920310-9, https://doi.org/10.1111/j.1748-121X.2008.00116_4.x

১১. Greenwood, Christopher, (2020), The Law of Armed Conflict, ICRC. Retrieved from: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/law1_final.pdf

১২. Hafsa, B. (2020). Exploring Geographical Factors for the Formation of Sector Boundaries of the Liberation War of Bangladesh 1971, **Advances in Historical Studies, 2020, 9,190-210,** ISSN Online: 2327-0446 *https://www.scirp.org/pdf/ahs_2020112716070776.pdf*

১৩. Akhavan, Payam, (2008), Reconciling Crimes Against Humanity with the Laws of War: Human Rights, Armed Conflict, and the Limits of Progressive Jurisprudence. *Journal of International Criminal Justice*, volume 6 (1), 21-37. https://doi.org/10.1093/jicj/mqn001

১৪. United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. (Retrieved from: https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml)

১৫. Stanton, Gregory H., (1996), The Eight Stages of Genocide, *The Arizona University.*

১৬. Charny, Israel, (1997), Encyclopedia of Genocide, *ABC Clio, California*.

১৭. হোসেন, এএম ডি (২০১৪), শত্রুর নিষ্ঠুর মুখচ্ছবিঃ স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ২০১৪, *দৈনিক প্রথম আলো*। Retrieved From: https://www.prothomalo.com/special-supplement/%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF

১৮. রশীদ, এম (২০১৪) বর্বরতার স্মৃতি লেপ্টে আছে যে পোড়া ঘরে, দ্য ডেইলি স্টার বাংলা। Retrieved From: (https://bangla.thedailystar.net/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%98%E0%A6%B0%E0%A7%87-296581)

১৯. Kapp, C. (2022) The Devastating Use of Sexual Violence as a Weapon of War: Three new UN reports detail atrocities in Ethiopia, Haiti, and Ukraine. *Think Global Health*. Retrieved from- (https://www.thinkglobalhealth.org/article/devastating-use-sexual-violence-weapon-war)

২০. Begum,T. (2023) 'We lay like corpses. Then the raping began': 52 years on, Bangladesh's rape camp survivors speak out. *The Guardian.* Retrieved From: https://www.theguardian.com/global-development/2023/apr/03/52-years-bangladesh-birangona-women-mass-rape-survivors)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ সমীক্ষণ ৪২:২০২৩ (পৃ. ৪৭-৬২)
Jahangirnagar Bishwavidyalay Bhugol O Paribesh Samikkhan 42:2023 (pp 47-62) *ISSN 1027-8567*

A Geographical description of War-atrocities based on Documents of liberation war [vol.8] of Bangladesh

Dr. Bibi Hafsa[1], Mahib Reza[2]

1. Associate Professor, Department of Geography and Environment, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342
2. Research Student, Department of Geography and Environment, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342

Abstract: Emergence of Bangladesh from the manacle of Pakistan in 1971 is a monumental event. But Pakistanis and their native allies patronized most heinous war crimes the world had ever seen. Although the liberation war has passed almost five decades, data analysis and research work about this historic event is incommensurate. So, this research work firstly dealt with enlisting events of war crimes, secondly identified distinct places of occurrences and operated mapping, and thirdly intended to compute statistical correlation among the events, depending on statements documented from eyewitnesses and other records mentioned in 'Bangladesher Swadhinota Juddher Dalilpatra: 8th Edition (12-186 page) edited by Hasan Hafizur Rahman.' Since it is historical research, data has been collected reviewing descriptive literatures, whereas mapping operations, data representation and computing statistical correlations have been done using different software like Google Earth Pro, Microsoft Excel, ArcGIS 10.2, SPSS etc. This research work opens a new dimension of research about the liberation war of Bangladesh.

Key Words: Liberation War. War atrocities, Statistical description, Mapping

---